110

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 06 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

একান্ত সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির আহ্বানের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি

জায়েদুল আহসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অস্থিরতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দূর হয়ে যাবে না। সামাজিক মূল্যবোধ ও পরমতসহিষ্ণুতা ফিরিয়ে আনতে পারলে ছাত্রদের রাজনীতিচর্চায় বাধা থাকার কথা নয় বলে তিনি মনে করেন।

উপাচার্য গতকাল সোমবার তার বাসভবনের কার্যালয়ে ভোরের কাগজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তিনি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষক রাজনীতি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান, ছাত্ররাজনীতি নিয়ে রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে ভোরের কাগজের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেন।

তিনি স্বীকার করেছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কঙ্খিত যে পরিবেশ, সেই অবস্থানে পুরোপুরি আসা যায়নি। বিক্ষিপ্তভাবে সন্ত্রাসী বা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছেই। অবশ্য প্রশাসনও যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

উপাচার্যের মতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সচেতন থাকলেই শুধু সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ সন্ত্রাস সামাজিক ব্যাধি। সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে হলে অনেকগুলো ব্যবস্থা একসঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী দাবি করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিবেশ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো। সর্বমহলে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে ও সকলের সহযোগিতা পেয়েছেন বলে তিনি এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। পরিবেশ ভালো হলে ডাকসু নির্বাচন দিচ্ছেন না কেন জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন,

এ কে আজাদ চৌধুরী

জ্ঞানচর্চার বিকাশ ঘটানোই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। আর ডাকসু হচ্ছে মূল শিক্ষা কার্যক্রমের একটা অংশ। তিনি জানান, কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের চিন্তাভাবনা করছিল, কিন্তু বন্যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল কার্যক্রম ২ মাস পিছিয়ে যাওয়ায়, ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এখন ভাবা যাচ্ছে না। সব পরীক্ষা শেষ করে, পরিবেশটা আরো উন্নত করে, সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচন দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের একমাত্র কারণ ছাত্ররাজনীতি নয়। তবে একটি কারণ বটে। একটি কারণকে খুব বেশি প্রাধান্য দিলে সন্ত্রাসের সামাজিক সমাধান সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি মনে করেন ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলেই শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর হয়ে যাবে। তার এই বক্তব্যের যৌক্তিকতাও থাকতে পারে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। উপাচার্য হিসেবে তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করা ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। তবে শিক্ষক হিসেবে আমি ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিপক্ষে।

দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি পরিহার করে ছাত্ররাজনীতি করার প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন, সমাজে যদি অস্থিরতা, সন্ত্রাস থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তা সংক্রমিত হবেই। আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটে মূলত অর্থনীতি ও ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কারণে। ছাত্ররাজনীতি সেখানে ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই দলীয় লেজুড়বৃত্তি পরিহারের প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে সমস্যা দেখা দিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটলে বিচার হয় না, এতে হত্যাকারীরা উৎসাহ বোধ করতে পারে- এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এর জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিবছরই হত্যাকাণ্ড ঘটে। হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেনইবা অভয়ারণ্য মনে করবে না? বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য ভাবার জন্য পুরো সমাজকেই দায় নিতে হবে। বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছি আদালতে কোনো সাক্ষী যায় না, তাহলে অপরাধীকে চিহ্নিত করবে কে? সাক্ষী যায় না ভয়ে। সামাজিক নিশ্চয়তা কে কাকে দিবে? এই উদ্যোগ সকলকেই নিতে হবে, বিশেষভাবে ছাত্রদের- যারা নৈতিক চেতনার আধার।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে বহিরাগতদের অবস্থান থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থা

● এরপর— পৃষ্ঠা ২

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ সম্পর্কে

● প্রথম পাতার পর

নেওয়া হচ্ছে না কেন জানতে চাইলে তিনি এক কথায় বলেন, কোনো হলেই রাতে বহিরাগতরা থাকে না। হলগুলোতে ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর জায়গায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী থাকছে। দুএকজন বহিরাগত আসা-যাওয়া করতে পারে। তবে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করা কোনো প্রশাসনের পক্ষেই সম্ভব নয়।

একজন উপাচার্য যখন বঙ্গবন্ধু পরিষদ বা জিয়া পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হন, তখন ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের দূরত্ব বেড়ে যায় প্রচলিত এ ধারণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সাবেক সদস্য জনাব চৌধুরী বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোনো না কোনো দলের চিন্তাকেন্দ্রের অংশ হিসেবে কাজ করেন। রাজনীতি করলে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের দূরত্ব তৈরি হয় না। প্রসঙ্গত, উপাচার্য পদে নির্বাচিত হওয়ার পর আজাদ চৌধুরী আওয়ামী লীগের উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে উপাচার্য বলেন, 'তারা বিষয়টিকে অতিমাত্রায় সরলীকরণ করেছে। মঞ্জুরি কমিশন যদি বলতো উচ্চ শিক্ষার মান নিম্নমুখী তাহলে আমি মেনে নিতাম। সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোর মান কি রকম তা বলতে পারি না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কমেনি।'

তিনি এশিয়া উইকের একটি প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'এশিয়ায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪ নম্বরে। আর্থিক দৈন্য না থাকলে তা ২৫ নম্বরের মধ্যে হতো। তিনি লেখাপড়ার মান উন্নয়নে তার গৃহীত কার্যক্রমের বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় তার হারানো গৌরব আবার অর্জন করবে।

সাক্ষাৎকারের শেষপর্যায়ে উপাচার্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি শুধু নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক সংবাদগুলোও পরিবেশনের আবেদন জানান।